দৈনিক ইত্তেফাক

16 APR 2007

পৃঃ ৬ কলাম ৫

letters.ittefaq@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রফেশনালিজম

ভেটেরিনারি কলেজগুলোও বাস্তবসম্মত গবেষণাভিত্তিক পশু চিকিৎসা ও পাঠ্যসূচি পরিচালনা করছে। এসব প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক গবেষণাগারসহ মাঠ পর্যায়ে পশু-পোল্ট্রি রোগ নিরূপণ প্রতিরোধ চিকিৎসা ব্যবস্থার সম্যক জ্ঞান আহরণের জন্য টিচিং ভেটেরিনারি হসপিটাল রয়েছে, যা অত্যাধুনিক ও উপযোগী সরঞ্জামে পরিপূর্ণ। সম্পূর্ণ প্যাথলজিক্যাল মাইক্রোবায়োলজিক্যাল টেস্ট, ফিজিওলজিক্যাল প্রোফাইল, ফার্মাকোলজি ইনডেক্স, ড্রাগ সেনসিটিভিটি, নিউট্রিশনাল কম্পোনেন্ট এনালাইসিস, রেডিওলজি, স্মল ও লার্জ অ্যানিমেল সার্জারি, এন্টিজেন এন্টিবডি প্রোফাইলিং (পোল্ট্রি), ভ্রূণ প্রতিস্থাপন প্রভৃতি নিয়মিতভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর গবেষণাগার ও ক্লিনিকে করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে গবেষণাগারসমূহে মলিকুলার বায়োলজির আধুনিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। চিটাগাং ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সায়েন্স ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা ব্রিটিশ কাউন্সিলের আর্থিক সহায়তায় প্রতিবছর মাদ্রাজ ভেটেরিনারি কলেজে আধুনিক ক্লিনিক্যাল বিষয়াদির ওপর ২ মাসের ট্রেনিং গ্রহণ করে। সেখানে তারা আলট্রাসনোগ্রাফী, ইসিজি, অ্যান্ডোসকপি, ডায়াগনস্টিক ইমেজিং, ক্রায়োসার্জারি, বোন প্লেটিং/ আউটার ফিক্সেশন, লেজার থেরাপি প্রভৃতি বিষয়ে ট্রেনিং গ্রহণ করে। ড্যানিডা/ ইউএসডিএসহ দেশী-বিদেশী-বিভিন্ন প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সময়োপযোগী ও ব্যবহারিক গুরুত্বসম্পন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সরকার জেলা পশু হাসপাতাল প্রকল্পে আধুনিক অ্যানিমেল ডিজিজ ডায়াগনোসিস শেড, ত্বরিত ও জটিল রোগ নিরূপণের জন্য অ্যালাইসা কিটসহ স্মল অ্যানিম্যাল সার্জারি বেড, ফিড এনালাইজারের সংস্থান করেছেন, যার মাধ্যমে খুব উন্নত ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে পশু চিকিৎসা/ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশে সিনিয়র ও তরুণ পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞরা বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। উন্নত ক্লিনিক্যাল ও ডায়াগনস্টিক পরিসেবার মাধ্যমে দ্রুত রোগ নিরূপণ, চিকিৎসা ও প্রতিষেধকের সমন্বয়ে বড় বড় পোল্ট্রি ডিজিজ আউটব্রেক কমানো সম্ভব হচ্ছে। এমনকি সাম্প্রতিক সময়ে বহুল আলোচিত এভিয়ান ফ্লু/ বার্ড ফ্লু মোকাবেলায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ স্পেশালিস্ট, মাইক্রো বায়োলজিস্টসহ মাঠ পর্যায়ের পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞরা বিশেষ ভূমিকা রাখছেন।

বাংলাদেশ কৃষি-অর্থনীতিনির্ভর দেশ। পশুসম্পদ খাত দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। টেকনিক্যাল বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও যারা সরাসরি লাইভস্টক সেক্টর ও ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, যেমন প্রান্তিক কৃষক, ফার্ম মালিক, ওষুধ শিল্প মালিক/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে এ শিল্পের স্বার্থে আরও সচেতন ও বাস্তবমুখী হতে হবে। দেশের সচেতন সব মহল ও জনসাধারণকে সহযোগী ভূমিকা রাখতে হবে। সর্বোপরি এখনকার মতো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারকদের সুদূরপ্রসারী ফলপ্রসূ চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ এবং কর্মপন্থা নির্ধারণের মাধ্যমে পশুসম্পদ খাতের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এ ব্যাপারে প্রতিবেশী দেশ ভারত, এশিয়ার অন্যান্য দেশ যেমন কোরিয়া, চীন, জাপান এমনকি ভিয়েতনাম থেকে পরামর্শ নেয়া যেতে পারে।

ডা. নীরজ শীল,
১৪/এ/৪ সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।